



50005 - দুগ্ধপানকারিণী ও গর্ভবতী মায়ের রোজা রাখার বধিান

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী আমার ১০ মাসের শিশু সন্তানকে দুগ্ধপান করান। তাঁর জন্যে কি রমজানের রোজা না-রাখা জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুগ্ধপানকারিণী ও গর্ভবতী মায়ের দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়া। অর্থাৎ তার জন্য রোজা রাখাটা কষ্টকর না হওয়া এবং তার সন্তানের জন্যেও আশংকাজনক না হওয়া। এমন নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ; তার জন্য রোজা ভাঙা নাজায়যে।
২. রোজা রাখলে তার নিজের স্বাস্থ্য অথবা সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা এবং তার জন্যে রোজা রাখাটা কষ্টকর হওয়া। এমন নারীর জন্য রোজা না-রাখা জায়যে আছে; তিনি এ রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা পালন করবেন। বরং অবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা না-রাখাই উত্তম; রোজা রাখা মাকরূহ। বরং কোন কোন আলমে উল্লেখ করছেন যদি তার সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা হয় তাহলে তার উপর রোজা ছেড়ে দেয়া ফরজ; রোজা রাখা হারাম।

আল-মুরদাউয়ী 'আল-ইনসাফ' নামক গ্রন্থে (৭/৩৮২) বলেন:

“এমতাবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা রাখা মাকরূহ...। ইবনে আকীল উল্লেখ করছেন যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিণী নারী যদি নিজের গর্ভস্থতি ভরণ ও সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন তাহলে রোজা রাখা জায়যে হবে না; আর যদি ক্ষতির আশংকা না করেন তাহলে রোজা ছেড়ে দেয়া জায়যে হবে না।” সংক্ষেপে ও সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ফাতাওয়া আল-সয়াম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৬১) বলেন:

যদি গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিণী নারী শারীরিকভাবে সবল ও কর্মদক্ষমী হয়, রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে; তদুপর কোন ওজর ছাড়া রোজা না-রাখে এর হুকুম কি?

তিনি উত্তরে বলেন:



“গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিণী নারীর জন্য কোন ওজর ছাড়া রমজান মাসেরে রোজা না-রাখা জায়যে নয়। যদি ওজররে কারণে রোজা না-রাখে তাহলে রোজা কাযা করতে হবে। দলিলি হচ্ছ- আল্লাহর বাণী: “তোমাদেরে মধ্যে যবে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সবে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] আর এ দুই শ্রণীর নারী অসুস্থ ব্যক্তিরি পরযায়ভুক্ত। যদি এ দুই শ্রণীর নারীর ওজর হয় ‘তাদেরে সন্তানেরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা’ তাহলে কোন কোন আলমেরে মতে, এরা রোজাগুলোর কাযা পালনেরে সাথে প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকে গম, চাল, খজুর বা স্থানীয় প্রধান কোন খাদ্য সদকা করবে। আর কোন কোন আলমেরে মতে, কোন অবস্থাতে তাদেরকে কাযা পালন ছাড়া আর কিছু করতে হবে না। কারণ খাদ্য প্রদানেরে পক্ষ্যে কতিব ও সুন্নাহর কোন দলিলি নহে। আর দলিলি সাব্যস্ত না হওয়া পরযন্ত ব্যক্তিরি যবে কোন প্রকার দায়তিব থেকে মুক্ত থাকা- মৌলিকি বধিান। এটি ইমাম আবু হানফির মাযহাব ও মজবুত অভিমিত।” সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি (ফাতাওয়াস সিয়াম পৃষ্ঠা-১৬২):

গর্ভবতী নারী যদি নিজিরে স্বাস্থ্যহানবি বা সন্তানেরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকায় রোজা না রাখবে এর কী হুকুম?

উত্তরে তিনি বলনে: “আমাদেরে জবাব হচ্ছ- গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি হতে পারে:

১. শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও কর্মমোদ্যমী হওয়া, রোজা রাখতে কষ্ট না হওয়া, গর্ভস্থতি সন্তানেরে উপর কোন প্রভাব না পড়া- এ নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ। যহেতু রোজা ছড়ে দেয়ারজন্য তার কোন ওজর নহে।
২. গর্ভবতী নারী রোজা রাখতে সক্ষম না হওয়া: গর্ভ ধারণেরে কাঠনিয়েরে কারণে অথবা তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে অথবা অন্য যবে কোন কারণে। এ অবস্থায় এ নারী রোজা রাখবে না। বিশেষতঃ যদি তার গর্ভস্থতি সন্তানেরে কষতিরি আশংকা করে সক্ষেত্রেরে রোজা ছড়ে দেয়া তার উপর ফরজ। যদি সবে রোজা ছড়ে দেয়ে তাহলে অন্য ওজরগ্রস্বত ব্যক্তিদিরে যবে হুকুম তার কষত্রেরেও একই হুকুম হবে তথা পরবর্তীতে এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। অর্থাৎ সন্তান প্রসব ও নফিস থেকে পবতির হওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। তবে কখনো হতে পারে গর্ভধারণেরে ওজর থেকে সবে মুক্ত হয়ে ঠিকি; কনিতু নতুন একটি ওজরগ্রস্বত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ দুগ্ধপান করানোর ওজর। দুগ্ধপানকারিণী নারী পানাহার করার মুখাপক্ষেয়ী হয়ে পড়তে পারে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মেরে দীর্ঘতর ও উত্তপ্ত দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে এমন নারী তার সন্তানকে বুকেরে দুধ পান করানোর জন্য রোজা ছড়ে দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা সবে নারীকে বলব: আপনরি রোজা ছড়ে দিন। এ ওজর দূর হওয়ার পর আপনরি এ রোজাগুলো কাযা পালন করবেন।” সমাপ্ত

শাইখ বনি বায (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/২২৪) বলনে:

“গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিণী নারীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও সুন্নান সংকলকগণেরে গ্রন্থে সহিহ সনদে আনাস বনি মালিকি



আল-কাবী এর বর্ণনা হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি এ দুই প্রকারের নারীকে রোজা ছেড়ে দেয়ার অবকাশ দিয়েছেন এবং এদেরকে মুসাফিরের পৰ্যায়ে গণ্য করেছেন। অতএব, জানা গলে যে, এরা মুসাফিরের মত রোজা না-রখে পরবর্তীতে কাযা পালন করবে। আলমেগণ উল্লেখ করেছেন যে, রোগীর অনুরূপ কষ্ট না হলে অথবা সন্তানরে স্বাস্থ্যহানির আশংকা না থাকলে এ দুই শ্রেণীর নারীগণ রোজা ছেড়েদেবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।”

সমাপ্ত

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াতে (১০/২২৬) এসেছে-

“গর্ভবতী নারীর উপরও রোজা রাখা ফরজ; তবে যদি রোজা রাখলে নিজের স্বাস্থ্যহানি অথবা গর্ভস্থতি সন্তানরে স্বাস্থ্যহানির আশংকা হয় তাহলে তার জন্যে রোজা না-রাখার অবকাশ থাকবে এবং প্রসব করার পর নফাস থেকে পবিত্র হয়ে এ রোজাগুলো কাযা করবে।” সমাপ্ত